গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির জুলাই, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	১১ জুলাই ২০২১
সভার সময়	সকাল ০৯.৩০ মিনিট
স্থান	Zoom online platfrom
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ, নবযোগদানকারী মহাপরিচালক (অঃদাঃ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে স্বাগত জানানো হয়। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) জানান জনাব এ এ এম হাফিজুর রহমান (৪৯), অতিরিক্ত পরিচালক, ময়মনসিংহ বিভাগ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অদ্য ০৬.০৭.২০২১ তারিখে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। এছাড়া গত ০৯.০৭.২০২১ তারিখে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান (যুগ্মসচিব)-এর ছোট বোন (৪২) করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়া, ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন। সভায় তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হয়। সভাপতি বর্তমানে এ অতিমারি পরিস্থিতিতে সকলকে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাফেরা করা এবং সরকারি নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেন।

অতপর সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

ক্র.	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
	গত সভার (জুন, ২০১) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণঃ গত সভার (জুন, ২০২১) কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কোন সংশোধনী না থাকলে তা দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	জুন, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	

	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.২	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (২০.০১.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ):**		

<table>
<tr>
<td>
নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘মর্ডানাইজেশন অফ ডিএনসি’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ সভাকে জানানো হয়, আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান, মাদকবিরোধী প্রচারণা অব্যাহত আছে। সভায় বিবেচ্য মাসের নিম্নরুপ কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়।

জুন, ২০২১
<table>
<tr><th>ক্র</th><th>গৃহীত কার্যক্রম</th><th>পরিসংখ্যান</th></tr>
<tr><td>১</td><td>আলোচনা সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ</td><td>৭৪০টি</td></tr>
<tr><td>২</td><td>‘Full Colour Outdoor LED Display Billboard’ স্থাপন (ঢাকা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায়)</td><td>৫টি</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণসহ গুরুত্বপূর্ণ কারাগারে কিয়স্ক স্থাপন</td><td>৪০৭টি</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস চলাকালীন মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা</td><td>১১৮৮টি</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>মাদকবিরোধী অভিযান</td><td>৬,৩৫৩টি</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>মামলার সংখ্যা</td><td>১,৩৯৮টি</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>আসামির সংখ্যা</td><td>১,৪৯৬জন</td></tr>
</table>
</td>
<td>
¸ মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে;

¸ মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে সাইনর্বোড, এলইডিবিলর্বোড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন ইত্যাদি প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;

¸ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রকার গণমাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।

¸ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস চলাকালীন মাদকবিরোধী শ্রেণিবক্তৃতা, মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে শর্টফিল্ম বা ছোট ভিডিও ক্লিপস দেখানো অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়টি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক তত্ত্বাবধান করতে হবে।

¸ অন্যান্য স্থানের মতো দেশের কারাগারগুলোতেও মাদক অনুপ্রবেশ বন্ধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;

¸ মাদকমামলা দায়েরকালে শুধু মাদকগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু না করে, এর সাথে জড়িত মাদক সরবরাহকারী, মাদকপাচারকারী ও মাদকব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও যেন মামলা দায়ের করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td>নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের</td>
<td>¸ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসারের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ</td>
<td></td>
</tr>
</table>

	নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** ¸ সভাকে মহাপরিচালক (অঃদাঃ), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান, ¸ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি এ বিভাগ হতে ২২.১২.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির পিইসি সভা ১৯.০৫.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তা স্থগিত করা হয়। স্থগিত পিইসি সভাটি ৮ জুলাই ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ¸ Modernisation of DNC-প্রকল্পের ডিপিপি ০৯.০৯.২০২০ তারিখে পাওয়া গেছে। ২৭.১০.২০২০ তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ জুন ২০২১ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২য় যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ¸ বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে নির্মাণকাজ চলমান। বরিশাল বিভাগে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, প্লাস্টারের কাজ চলমান। ¸ চট্টগ্রাম টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্র মূল্যায়নের পর সকল দরদাতার অনুকূলে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়েছে। নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। ¸ ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পুনর্গঠিত ডিপিপি ১২.১১.২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৭.০৫.২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক তা স্থগিত করা হয়। স্থগিত পিইসি সভাটি ৮ জুলাই, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ¸ ৬২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭.০৯.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। এই বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন থেকে	অব্যাহত রাখতে হবে; ¸ Modernisation of DNC প্রকল্পের ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করে জুলাই, ২০২১-এর মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে; ¸ ৪টি বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহী বিভাগে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের ৩য় তলার ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ¸ চট্টগ্রামে টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণকাজের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ভৌত অবকাঠামো কাজ সম্পাদনসহ অন্যান্য কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ¸ ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পিইসি সভা অনুষ্ঠানের দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ¸ ডোপটেস্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে; ¸ বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করার ডিপিপি পিডব্লিউডি-এর সাথে যোগাযোগ করে জুলাই, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ¸ ডোপটেস্ট বিধিমালা, ২০২১ এর প্রস্তাবিত খসড়াটি যথোপযুক্ত বিধিবিধানের আলোকে জুলাই, ২০২১-এর	

	রেজুলেশন পাওয়া গেছে। ডোপটেস্ট বিধিমালা আইন মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বিধিমালাটি অনুমোদিত হলে/গেজেট জারি হলে বিধিমালা অনুযায়ী ডিপিপি'টি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করা হবে। ¸ বৃহত্তর জেলাসমূহে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। ¸ সংশোধিত খসড়া ডোপটেস্ট বিধিমালা ২০২১ ০৬.০৪.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ¸ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২০-এর খসড়া এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ১২.০১.২০২১ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ¸ লাইসেন্স, পারমিট ফিস ও মাদকশুল্ক বিধিমালা-২০২০ ০৩.১২.২০২০ তারিখে পাওয়া গেছে। বিষয়টি চূড়ান্তকরণে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে ১৩.০১.২০২১ তারিখে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে; ¸ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২০ চূড়ান্ত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম জুলাই, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ¸ লাইসেন্স পারমিট ফিস ও মাদকশুল্ক বিধিমালা, 2020-এর খসড়া জুলাই, ২০২১-এর মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।	
	নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে ● প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য কুষ্টিয়া জেলায় প্রাথমিকভাবে ২০.৩৪৮০ একর জমি নির্বাচন করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৮.০৩.২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০ (তেইশ কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।	● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে জমি অধিগ্রহণের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ যথা-জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান**
	নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	বাস্তবায়িত	
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		

<table>
<tr>
<td>নির্দেশনা-১ : সোনা/মাদক/অস্ত্র/শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা।
● এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২১-এর অভিযান নিম্নরুপ:
<table>
<tr><th>মাসের নাম</th><th>অভিযান সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>এপ্রিল, ২০২১</td><td>৫,১০৭</td></tr>
<tr><td>মে, ২০২১</td><td>৬,৪৯৫</td></tr>
<tr><td>জুন, ২০২১</td><td>৬,৩৫৩</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td>১৭,৯৫৫</td></tr>
</table>
¸ প্রতি পাক্ষিকে সিসাবারসমূহে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
¸ জুন, ২০২১ মাসে ঢাকা শহরের ৩টি সিসাবার থেকে তথ্য/নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। ২টি প্রতিষ্ঠানে সীসাবারের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ১টি হতে নমুনা সংগ্রহপূর্বক কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত নমুনার রিপোর্ট এখনো পাওয়া যায়নি। নমুনা পজেটিভ হলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
¸ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ৩৩টি আবেদনপত্র পাওয়া গেছে এবং ৯টি বারের লাইন্সেস প্রদান করা হয়েছে।</td>
<td>¸ সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে;
¸ সিসাবারসমূহ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে তা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যাচাইপূর্বক প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে প্রতিমাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপনসহ প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে;
¸ এ অর্থবছরে এ পর্যন্ত বার লাইসেন্স বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্র, পেন্ডিং ও ইস্যুকৃত লাইসেন্স বিষয়ক তথ্যাদি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
<tr>
<td>নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।
● ৯ম গ্রেড হতে গ্রেড-১ পর্যন্ত কর্মকর্তাগণের রেশন প্রদানের বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</td>
<td>আংশিক বাস্তবায়িত
● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td></td>
</tr>
</table>

নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা। ¸ জুন-২০২১ মাসে ৩২টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহে কিছু কিছু নিরাময় কেন্দ্রে বিরুপ মন্তব্য থাকায় তা সংশোধন করার জন্য স্ব-স্ব বিভাগীয় কার্যালয়/জেলা কার্যালয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ● বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন চুড়ান্ত করা হয়েছে। ৯১টি নিরাময় কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের অনুকুলে ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ খাতে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ০৪.০৪.২০২১ তারিখ ডিজি, ডিএনসি'র সভাপতিত্বে এ সংক্রান্ত যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৩৭টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রকে অনুদান প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	¸ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতায় যে সকল মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে সেগুলোর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। লাইসেন্স প্রদানের শর্ত অনুযায়ী মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সাপোর্টসহ চিকিৎসা প্রদানের জন্য সক্ষমতা আছে ডাক্তারদের আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। ¸ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ গতানুগতিক পরিদর্শন না করে, তাদের চলমান কার্যক্রম মূল্যায়ন করা, কোন অনিয়ম থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া, সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি এ বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে; ● বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের অবশিষ্ট কার্যক্রম জুন, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। ¸ মিয়ানমারের সঙ্গে ৪র্থ দ্বিপাক্ষিক সভা ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে Zoom Platform-এ অনুষ্ঠিত হয়। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে ইয়াবার প্রবাহ বন্ধ করার অনুরোধ করা হয়েছে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছে। ৪র্থ বৈঠকটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে সুবিধাজনক সময়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ¸ ডিসি-ডিএম পর্যায়ে বৈঠক চলমান প্রক্রিয়া। তবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ডিসি-ডিএম পর্যায়ে বৈঠক আপাতত: বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ডিসি-ডিএম পর্যায়ে বৈঠক নিয়মিত করা সম্ভব হবে। ● বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার-এর মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহ্বানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়ে ২০.০১.২০২০ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	¸ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে; ¸ অনুরূপভাবে ডিসিডিএম পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে; ● ভারত ও মিয়ানমার-এর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগপূর্বক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকেরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০১৮ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। -বাস্তবায়িত-	---	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৩	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ ২০.০১.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :**		

	নির্দেশনা-১: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। সভায় মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান, ● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি-উপর যাচাই-বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৭.০৫.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	¸ পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/প্রস্তাব মতে ডিপিপি সংশোধন করে জুলাই, ২০২১-এর মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে; ● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প কার্যক্রম জুলাই, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ২০.০১.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনার পর কতটি অ্যাম্বুলেন্স ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এ যুক্ত হয়েছে তার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/অনুবিভাগ প্রধান উন্নয়ন।**

নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়। ¸ দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান। ¸ ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান। ● ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা-থানা সদর-স্থানে ৪৮টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান।	¸ দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প তিনটির ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম জুলাই, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ¸ ৫৭টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম জুলাই, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ¸ গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরিত ডিপিপিসমূহের কার্যক্রম কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে সে বিষয়ে তাঁদেরকে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ● ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা-থানা সদর-স্থানে ৪৮টি স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপির পুনর্গঠন কার্যক্রম জুলাই, ২০২১-এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৩ :ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ¸ জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট কর্তৃক ২৫.০২.২০২১ তারিখে উক্ত একাডেমির নাম ‘‘বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি” হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। ¸ প্রস্তাবিত ‘‘বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি”স্থাপনের জন্য নির্বাচিত ১০০.৯২ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ২২.০২.২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ধারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ জেলা প্রশাসক মুন্সিগঞ্জ-এর অনুকূলে অগ্রিম ১০০ কোটি টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। ● প্রকল্পের ডিপিপি ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) করার জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং আগামী ১৪.০৬.২০২১ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।	¸ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় যথারীতি উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে; ● আগামী জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৩ :ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ¸ জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট কর্তৃক ২৫.০২.২০২১ তারিখে উক্ত একাডেমির নাম ‘‘বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি” হিসেবে অনুমোদিত হয়েছে। ¸ প্রস্তাবিত ‘‘বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি”স্থাপনের জন্য নির্বাচিত ১০০.৯২ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ২২.০২.২০২১ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক জমির ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ধারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ জেলা প্রশাসক মুন্সিগঞ্জ-এর অনুকূলে অগ্রিম ১০০ কোটি টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। ● প্রকল্পের ডিপিপি ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) করার জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং আগামী ১৪.০৬.২০২১ তারিখে দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে।	¸ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় যথারীতি উপস্থাপন করতে হবে; ● আগামী জুলাই মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibity Study) আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। ¸ বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। ● ২৪.০১.২০২১ তারিখে ‘ফায়ারম্যান’ পদের নাম পরিবর্তন করে ‘ফায়ারফাইটার’ নামকরণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।	● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রমের অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ¸ ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক ২৯.০৯.২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ¸ ২০.১০.২০২০ তারিখে এ বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্থবছরের নিম্ন অগ্রাধিকার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত থাকায় ডিপিপিটি ফেরত পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত হওয়ায় ২০২০-২১ অর্থবছরে উচ্চ অগ্রাধিকার তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করার জন্য ১১.১১.২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি উচ্চ অগ্রাধিকারভূক্ত না হওয়ায় আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করা হয়েছে। ডিপিপি পুর্নগঠন কার্যক্রম চলমান। ● যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটিএ বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন	¸ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা; বাস্তবমুখী ও যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ● যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের এ বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও বিআরটিএ বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ করে এর অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	**প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ প্রধান/ মহাপরিচালক,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		

নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ¸ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ি এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির তালিকা প্রেরণের জন্য ২৫.০৪.২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ¸ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ করা হবে তার তালিকা পাওয়ার পর সেসকল ইকুইপমেন্ট বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত বহুতল ভবন ও দুর্গম এলাকায় অগ্নিনির্বাপণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।	¸ দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কতটি টিটিএল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রদান করবে তা এ বিভাগের মাধ্যমে পত্র যোগাযোগ করে নিশ্চিত হতে হবে; ● দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল ইক্যুইপম্যান্ট সরবরাহ করা হয়, একই ইক্যুইপম্যান্ট যেন এফএসসিডি কর্তৃক সংগ্রহ করা না হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের জন্য যেন Need Based যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় সে বিষয়ে বিনির্দেশ প্রস্তুত ও প্রেরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	নির্দেশনা-২ : বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগপ্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ। ¸ ডুবুরি ইউনিটের জন্য আরো ২২৪টি পদ সৃজন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ-এর সচিব মহোদয়ের সাথে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাক্ষাৎ সূচির তারিখ নির্ধারণে মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং যুগ্মসচিব, অগ্নি অনুবিভাগ-এর ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ● এস্টাব্লিশমেন্ট অব বার্ণ ট্রিটমেন্ট হাসপাতালটি জেনারেল হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহারের উপযোগিতা যাচাইয়ের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটিতে এ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)-কে প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ২৮.০৬.২০২১ তারিখে গঠিত কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	¸ ডুবুরিখ প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং গৃহীত পদক্ষেপ ও সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্স সংলগ্ন ৫০ শয্যা বিশিষ্ট বার্ন ইউনিট হাসপাতাল সংক্রান্তে গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ ও আলোচনা :		
	প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। ¸ বামুন্দী (গাংনী)-মেহেরপুর : বাস্তবায়িত ¸ বাস্তবায়নাধীন ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় পূর্তকাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। ● নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিদিন ভিডিও কলের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি দেখে নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।	¸ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্নপূর্বক চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে; ● প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট তদারককারী কর্তৃপক্ষকে প্রতিদিন ভিডিও কলের মাধ্যমে কাজের অগ্রগতি দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে, ডে টু ডে মনিটরিং করতে হবে ও কোন প্রকল্পের পূর্তকাজ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তার হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ অব্যাহত রাখতে হবে। ভিডিও কলের মাধ্যমে অবলোকনকৃত কাজের অগ্রগতির ভিডিও সংরক্ষণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন। ● উক্ত জমিতে মহামান্য হাইকোর্টে ১৪৬/২০১৩ এফএম মামলা চলমান থাকায় হস্তান্তর কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আদালতের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	● চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৩ : ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় স্টেশন স্থাপন। ¸ ত্রিশাল ও নান্দাইল - বাস্তবায়িত ● গৌরিপুর উপজেলায় নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	● গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৪ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ। ¸ ধর্মপাশার পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে ¸ দোয়ারাবাজার ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন। ● তাহিরপুর ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	● ধর্মপাশা, দোয়ারা বাজার ও তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে স্টেশনগুলো চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। ¸ বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত ● বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	● বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। ¸ বাস্তবায়নাধীন ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে। ● বাস্তবায়নাধীন ২৫ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পূর্তকাজ ৪৫% সম্পন্ন হয়েছে।	● চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর ও ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৭ : কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী (কর্তৃমারী), ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে। ¸ ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। ● ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের বিকল্প জমি অধিগ্রহণের জন্য ২৩.০৭.২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	¸ ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের আনুসঙ্গিক সকল কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ স্টেশনগুলো চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে; ¸ ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের বিকল্প জমি অধিগ্রহণের জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন স্থাপন। ¸ টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ-বাস্তবায়িত। ● কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে।	¸ গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে স্টেশনটি চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা।	**বাস্তবায়িত**	
২.৪	**কারা অধিদপ্তরঃ** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ : কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **কারা অধিদপ্তরের আইজি প্রিজন, সভাকে জানানো হয়, কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ** ¸ কারা অধিদপ্তরের আইজি প্রিজন কর্তৃক সভাকে জানানো হয়, কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এগুলো বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরুপঃ ¸ কেরাণীগঞ্জ মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ-এর জনবল সৃজনের প্রস্তাব ১৩.০৪.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেলে বন্দি স্থানান্তরের মাধ্যমে কারাগারের প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু করা হবে।	¸ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ-এর উদ্বোধনকৃত মহিলা কারাগারে জনবল পদায়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ¸ ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও খুলনা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর নির্মাণকাজের অবশিষ্ট কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে; ¸ কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহী-এর অবশিষ্ট কাজ প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে শেষ করতে এখন থেকেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ¸ নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	¸ ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্পঃ বাস্তবায়নের মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি ১১.০৫.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ¸ কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রকল্পঃ বর্তমান অগ্রগতি ৩.৪২%। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২১-এ সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত আছে। ¸ খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের সংশোধিত আরডিপিপি ১২.০৫.২০২১ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ¸ কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহীঃ মেয়াদ-(জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২১)। জুন ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পের মেয়াদ সংশোধন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৬১%। সংশোধিত ডিপিপি ২৪.০৩.২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ¸ নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পঃ মেয়াদ- (সেপ্টেম্বর, ২০১৯-জুন, ২০২২)। ০৩.০৯.২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২০.০১.২০২০ তারিখে জিও জারি হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-৬.৫৬%। ¸ জামালপুর জেলা কারাগার পুন:নির্মাণ প্রকল্পের নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ¸ সকল জরাজীর্ণ কারাগারকে সংস্কার/ আধুনিকীকরণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান । ¸ ৯টি কারা আইসোলেশন সেন্টারের মধ্যে ৭টি কারা আইসোলেশন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সেখানে কোভিড-১৯ রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক ২৩.০৫.২০২১ তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, ফেনী জেলা কারাগার-২ ও কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার-২ স্থাপিত আইসোলেশন সেন্টার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। ● ধারণ ক্ষমতা ও বাস্তবতার নিরীখে কেন্দ্রীয় কারাগার ও জেলা কারাগারগুলো বিভিন্ন স্তরে বিন্যাসপূর্বক একই অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত প্রস্তাব ৩ সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত করা হচ্ছে। কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রস্তাব দাখিল করা মাত্রই সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে এখন থেকেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ¸ জামালপুর জেলা কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প-এর বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সন্তোষজজনক নয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে এখন থেকেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ¸ সকল জরাজীর্ণ কারাগারসমূহকে একসাথে করে এগুলো মেরামতের জন্য ১টি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। ¸ ফেনি পুরাতন কারাগার, কিশোরগঞ্জ পুরাতন কারাগার ও কেরাণিগঞ্জ মহিলা কারাগার, মাদারিপুর পুরাতন কারাগার, দিনাজপুর কারাগারের অব্যবহৃত অংশ, পিরোজপুর পুরাতন কারাগার, রাজশাহী কারাগার এলাকার ভিআইপি বাংলো ও সিলেট পুরাতন কারাগার-এ ৮টি আইসোলেশন সেন্টারে কোভিড-১৯ রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ¸ ধারণক্ষমতা ও বাস্তবতার নিরীখে কেন্দ্রীয় কারাগার ও জেলা কারাগারগুলো বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করে জুলাই, ২০২১-এর মধ্যে এ বিভাগে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	

	নির্দেশনা-২ : কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। ¸ কারাগারসমূহে অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহের জন্য ‘অ্যাম্বুলেন্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন’ শীর্ষক প্রকল্পে ৬৮টি আ্যাম্বুলেন্স-এর সংস্থান রাখা হয়েছে। ● Technical Specification প্রণয়নের জন্য ০৫.০৫.২০২১ তারিখে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে তা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৩.০৬.২০২১ তারিখ এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	¸ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত ডিপিপি চূড়ান্তকরণের বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ● কারাগারে পণ্য/সেবা ক্রয়/সংগ্রহ-এর সময় কারিগরি বিনির্দেশ (Technical Specification) প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে পিপিআর মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে অনুসরণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩। কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ¸ ২৩.০৮.২০২০ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ● সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান। প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	● পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চূড়ান্তকরণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ● কারাগারে বর্তমানে ৬ জন চিকিৎসক প্রেষণে এবং কোভিড-১৯-এর কারণে সাময়িকভাবে ১১০ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে সংযুক্তিতে কর্মরত আছেন।	¸ কারা হাসপাতালসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার/নার্স নিয়োগের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ● কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের কারা হাসপাতালে ডাক্তার নিয়োগের বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :		

নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা। ¸ ২,১৭৩টি মামলায় বর্তমানে মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দির সংখ্যা ২,০১০ জন (০১.০৬.২০২১)। ¸ মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত বন্দিদের উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সমন্বিতভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা এবং এ বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির ১২তম সভা ০১.০৩.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আদালত হতে সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান। ● এ বিষয়ে গঠিত কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল-মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়েছে।	¸ মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামি, মামলাগুলো নিস্পত্তিকরণে কারা অধিদপ্তর ও এ বিভাগ হতে গৃহীত পদক্ষেপ বিষয়ে সর্বশেষ অগ্রগতি সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবর উপস্থাপন করতে হবে। ¸ উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে এ বিভাগ হতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ¸ হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টে চলমান আপিল মামলাগুলোর বিষয়ে নিয়মিত দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ¸ অ্যাপিল্যাট ডিভিশনের মামলাগুলোর অগ্রগতি সম্পর্কে এর্টনি জেনারেল-এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**

<table>
<tr>
<td>নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতন কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।
বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।

¸ ইতোমধ্যে কনসালটেন্ট (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) নিয়োগ করা হয়েছে, এঁরা পরামর্শ দিবে ও ডিজাইন প্রণয়ন ও সুপারভিশন করবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) কর্তৃক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে ভেটিং-এর জন্য পিউব্লিউ-তে আছে। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী (ই এন সি) বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে অপসারণযোগ্য ৯৫টি ভবনের মধ্যে ৭৫টি ভবন অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয়-৬০৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-০.৫০%।

● ইতোমধ্যে কনসালটেন্ট (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) নিয়োগ করা হয়েছে, এঁরা পরামর্শ দিবে ও ডিজাইন প্রণয়ন ও সুপারভিশন করবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ফরম-থ্রি আর্কিটেক্ট) কর্তৃক নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে ভেটিং-এর জন্য পিউব্লিউ-তে আছে। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী (ই এন সি) বাস্তবায়ন করবে। ইতোমধ্যে অপসারণযোগ্য ৯৫টি ভবনের মধ্যে ৭৫টি ভবন অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয়-৬০৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি-০.৫০%।</td>
<td>● পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার-এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতে হবে;</td>
<td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।</td>
</tr>
<tr>
<td>নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
<table>
<tr><th>মোট কারারক্ষী</th><th>প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী</th><th>চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম</th><th>অবশিষ্ট</th></tr>
<tr><td>৮,২৪১</td><td>৩,৮৫৩</td><td>৩১৯</td><td>৪,৩৪৪</td></tr>
</table></td>
<td>● কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td>
</tr>
</table>

	নির্দেশনা-4 : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে। ● পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গায় থাকা কম্বল ফ্যাক্টরি লীজ গ্রহণকারী ওয়ার্মমী উলেন মিল কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে তাদের মালামাল সরিয়ে নিয়েছেন এবং জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন।	● মামলা কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটর করা, তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতিসমূহ :		
	প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা (বাস্তবায়িত।) ¸ কয়েদিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিত্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% মজুরি সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা ০৫.০৫.২০২১ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এ সংক্রান্ত খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনার নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ)কে আহ্বায়ক করে যুগ্মসচিব (অগ্নি অনুবিভাগ), অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক (কারা অধিদপ্তর), উপসচিব (মাদক-১) ও উপসচিব (কারা-১)কে সদস্য করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সভা ১৯.০৫.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ¸ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত ৩০ হাজার ৬১৪ জনকে ৮৪ লক্ষ ৮৪ হাজার ১০৩ টাকা দেওয়া হয়েছে। ● অঞ্চল ভিত্তিক শিল্প বিকাশের স্বার্থে বন্দিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি চলমান রয়েছে।	¸ বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে; ¸ যে এলাকায় যে ধরণের শিল্পের বিকাশ সে ধরণের পণ্য উৎপাদন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ। **বাস্তবায়িত**	---	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ। ● কারাগারের সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩১৩০ সংখ্যক জনবল সৃজনের প্রস্তাব মূল অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত প্রস্তাব কারা অধিদপ্তর ০৯.০৭.২০২০ তারিখ এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ১৬.০২.২০২১ তারিখ বিশেষ কারাগার, কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা কারাগার এবং অন্যান্য ইউনিটসমূহকে একই অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত প্রস্তাব প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করে। পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রস্তুত করার নিমিত্ত কমিটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবনা প্রস্তুতের সময় আরো এক মাস বর্ধিত করার জন্য ২৮.০৬.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।	● কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন। ● কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও বন্দি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ, কেরাণীগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য Proposal for Feasibility Study (PFS) নামক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।	● ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্যে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৫ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। **-বাস্তবায়িত-**	---	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

প্রতিশ্রুতি-৬ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ¸ কারাগারে আটক বন্দিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ¸ কারাগারে আটক কয়েদি বন্দিদের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ হিসাবে মজুরি প্রদান করা হচ্ছে। ¸ কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগস্থ ৩২টি কারাগারে বিভিন্ন নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিভাগস্থ কারাগারসমূহে উক্ত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ¸ কারা বন্দিদের সংশোধনের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে কারা আইনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে Bangladesh Prisons and Corrctional Services Act-২০২১ প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ¸ দেশের কারগারসমূহে যাতে মাদকদ্রব্য প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাদকাসক্ত বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহায়তায় মাদকবিরোধী মত বিনিময় সভার আয়োজন করে বন্দিদের মাদক গ্রহণে শারীরিক ও মানসিক কুফল সম্পর্কে বিশেষ ধারণাসহ মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ● মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করার জন্য ২৭.০৬.২০২১ তারিখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ফলোআপ করা হচ্ছে।	¸ কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রুপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে: ¸ কারাগারকে মাদকমুক্ত করতে কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া, ডিজি, ডিএনসি-এর সহায়তা গ্রহণ করা এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য মাদকবিরোধী উদ্‌বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে; ● কারাগারগুলোতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৭ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ● দেশের ৩০টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে জানুয়ারি, ২০২০ থেকে মে, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৯ হাজার ৫২৩ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	¸ কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

প্রতিশ্রুতি-৮: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে। **আংশিক বাস্তবায়িত।** ¸ কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) চলমান আছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। শুধুমাত্র জ্যামার ক্রয়ের কার্যক্রম অবশিষ্ট আছে। জ্যামার এর দরপত্র মূল্যায়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ¸ কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকায়নের জন্য অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে) নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ¸ এটুআই-এর সহযোগিতায় ২টি কারাগার (কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি ও কেরাণিগঞ্জ কারাগারে) ভার্চুয়াল কোর্ট করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের ‘ই-জুডিশিয়ারি’ প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কেন্দ্রীয় কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ● ৯টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের বিষয়টি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।	¸ কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ¸ কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প-এর অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ¸ কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি ও কেরাণিগঞ্জ কারাগার ২টিতে স্থাপিত ভার্চুয়াল কোর্টে কারাবিধি অনুসরণ করে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে; ¸ ৯টি কেন্দ্রীয় কারাগারে ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপনের জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ই-জুডিশিয়ারি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কাযক্রম ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে; ¸ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিমান বন্দরসহ বিভিন্ন স্থানে স্ক্যানার স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। এ প্রকল্পের আওতায় কারা অধিদপ্তরের জন্যও স্ক্যানার সরবরাহ করার বিষয়টি যাচাই করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতি-৯ : কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ● কারা অধিদপ্তরের নতুন নিয়োগ বিধিমালা ২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনার জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।	● কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-১০: যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কারা বন্দিদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবারের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হবে। ¸ দেশের সকল কারাগারে মোবাইল বুথ স্থাপনের জন্য “দেশের সকল কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন” শিরোনামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি ফোন বুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদন করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন করে ২৯.০৬.২০২১ তারিখ এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ¸ স্বজন লিংকে ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধা রাখা হয়েছে। এ সংক্রান্ত নীতিমালা এখনো চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। ¸ ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুমোদনের জন্য ৩০.১২.২০২০ তারিখে এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ● কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুমোদনক্রমে দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	¸ কারাবন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য ভিডিও কনফারেন্স-এর সুবিধাসহ স্বজন লিংক স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ● ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালার বিষয়ে চাহিত মতামত যে সকল দপ্তর/সংস্থা হতে পাওয়া যায়নি সে সকল দপ্তর/সংস্থাকে ই-নথি মাধ্যমে তাগিদ পত্র প্রেরণ করতে হবে।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৫	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর : ২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। (ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৮ পর্যন্ত)। ¸ মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সভাকে জানান, দেশের সকল আরপিও-তে ই-পাসপোর্ট চালু করা হয়েছে, প্রতিদিন ১০,০০০ পাসপোর্টের আবেদন পত্র এনরোলমেন্ট করা হচ্ছে, কোভিড-১৯-এর পরিস্থিতি জনিত কারণে বিদেশের মিশনগুলোতে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরো বলেন, বিদেশস্থ মিশনে ই-পাসপোর্ট চালুকরণ বিষয়ে একটি নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ¸ সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) হতে প্রাপ্ত ই-ভিসা সংক্রান্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মতামত	¸ ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ¸ e-Gate Software Installation-এর অবশিষ্ট কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ¸ বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য ই-পাসপোর্ট চালুর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ¸ ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বিষয়ে এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জার্মানীর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে ডিপ্লোমেটিক চ্যানেলে অনুরোধ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে ০৪.০৫.২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ¸ ই-ভিসা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০ জুন ২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৩টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq) ও SITA, জার্মান কোম্পানী Veridos এবং ফ্রেঞ্চ কোম্পানী Thales Group-এর প্রস্তাব অত্র অধিপ্তরের প্রেরণ করত: মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতদবিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে। ¸ ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও ২টি স্থলবন্দরে মোট ৫০টি ই-গেট স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৫টি ই-গেট স্থাপন (Departure-এ ১২টি এবং Arrival-এ ৩টি) করা হয়েছে। ৩০.০৬.২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ¸ ২৫.০৬.২০২১ তারিখে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে ৬টি ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। ¸ প্রধান কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করার জন্য রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে গণপূর্ত বিভাগের মালিকাধীন এফ-১৪/বি নং প্লটে ১০ কাঠা জমি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। বরাদ্দকৃত জমির মূল্য ০৮.০৬.২০২১ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে। তবে উক্ত বরাদ্দকৃত জমি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এফ-১৪/বি প্লটের সাথে পার্শ্ববর্তী এফ-১৪/এ নম্বর (১০ কাঠার) প্লটটি বরাদ্দের জন্য ১১.০৫.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৩০.০৫.২০২১ তারিখে সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর ডি.ও. লেটার প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত জমি বরাদ্দের বিষয়ে মতামত জানানোর জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে ১৫ জুন ২০২০ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং স্থাপত্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ¸ স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে ২০.০৬.২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে যে, শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় সর্বশেষ মাস্টার প্লান অনুসারে এফ-১৪/এ প্লটটি	¸ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণের জায়গা নির্বাচন কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-এর সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	

	বরাদ্দবিহীন অবস্থায় আছে। উক্ত পত্রে আরও অবহিত করা হয়েছে যে, এফ-১৪/এ প্লটটি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দের বিষয়টি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। ● গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৫ জুন ২০২১ তারিখের পত্রের আলোকে মতামত প্রেরণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে নির্বাহী প্রকৌশলী সার্কেল-২, শেরেবাংলানগর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।		
	নির্দেশনা-২ : পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়িত	---	---
	নির্দেশনা-৩ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। ● প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। জায়গা নির্বাচিত না হওয়ায় তা ফেরত প্রদান করা হয়। বর্তমানে যে জায়গাটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে (কেরাণীগঞ্জ) উহার প্রশাসনিক অনুমোদন ও জমি অধিগ্রহণের জন্য ১২.০৫.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধন করে আগামী মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ২৭.০৫.২০২১ তারিখে খতিয়ান/পর্চা (তহসীল অফিসের স্বাক্ষরসহ), মৌজা ম্যাপ, প্রস্তাবিত (অধিগ্রহণ) জমির হাত নকশা ও জমির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। এর জবাব তৈরী করা হচ্ছে।	¸ ডিআইপি-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে জমি অনুসন্ধান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; ● প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা :		
	নির্দেশনা-১ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।	**বাস্তবায়িত**	

	নির্দেশনা-২ : ইংল্যান্ড, ইতালি, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লিখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।	বাস্তবায়িত	
	নির্দেশনা-৩ : প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	বাস্তবায়িত	
	নির্দেশনা-৪ : সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে।	বাস্তবায়িত	

৩। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.১৬.০০১.১৭.১৪১

তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব